সাত মসজিদ রোড ফুড স্ট্রীট

লেখক: ফারুক কাদের

সাত মসজিদ রোডকে ধানমন্ডীর ফুড ষ্ট্রীট বলা খুবই সঙ্গত। এই ফুড ষ্ট্রীটের জেল্লা দেখতে হলে অবশ্য রাতে আসতে হবে। রাতে সাত মসজিদ রোডের দুই পাশের ফুটপাতের চেহারাই বদলে যায়, যখন বিভিন্ন পয়েন্টে বাতি জ্বালিয়ে ভ্যানের উপর মোবাইল রেস্তোরাঁ বসে। কড়াইতে ডুবো তেলে ভাজা হয় চপ, পুরী, সিঙ্গারা, পিঁয়াজু, বেগুনী, চিংড়ী মাছের মাথা। কয়লার চুলোয় দগ্ধ হতে থাকে মশলা মাখা খাসীর চাপ ও শিক কাবাব। এসব দেখে ভ্যানের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ভোজন লালসা থার্মোমিটারে পারদের মত ক্রমশঃ উপরে উঠতে থাকে। সুস্বাদু চাটনী দিয়ে এসব খাবার খেতে খুবই মজা।

ফুটপাতে তরুন-তরুনীদের ভীড় উপচে পড়ে। দেয়াল, ইলেক্ট্রিক পোষ্টে হেলান দিয়ে, পার্ক করা মোটর সাইকেলের সীটে আঁড়া আঁড়ি বসে বা ফুটপাতের কার্বে বসে ছেলে মেয়েরা এক হাতে কাঁচের গ্লাশে রং চা পান ও অন্য হাতে সিগারেট ফূঁকে গল্পগুজব করে। মিনি সাইজের কাঁচের গ্লাশে চা দ্রুত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু গল্প শেষ হয়না। সুতরাং গ্লাশে চা আর এক আবার ঢেলে নাও। ছেলে মেয়েদের আইফোন দেখে উচ্ছাস ও রাতের আকাশের নীচে একটানা প্রানবন্ত গল্পগুজব তারুন্যেরই বৈশিষ্ট্য নয় কি! বিরল মূহুর্তে কোন মেয়েকে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে সিগারেট খেতে দেখেছি। শালা, কুত্তার বাচ্চা বলে পাশের ছেলে বন্ধূর সাথে খূঁনশুটি করাও নজরে এসেছে। ফুড ষ্ট্রীটে আড্ডা বা গল্পগুজব ছাড়া খাওয়া জমেনা।

ফুটপাতের বিচিত্র খাবার কিভাবে আম জনতার খাদ্য রসনা নিবৃত্ত করে তা সরেজমিনে দেখতে প্রায়ই সন্ধ্যার পর সাত মসজিদ রোড ফুটপাত দিয়ে হাঁটি, কখনও একটা দুটো ডালপুরী কিনে খেতে খেতে হেঁটে চলেছি। শৈশবে দেখেছি পুরোনো ঢাকা শহরের পাটুয়াটুলী রোডে এক বৃদ্ধ বিহারী দিনের বেলায় জগন্নাথ কলেজের বাউন্ডারী ওয়ালের সাথেই ডালপুরী ভাজত। সেই থেকে ডালপুরী আমার খুবই প্রিয়। ধানমন্ডী ১৫/A রোডে ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজীর সাথের ফুটপাতে এক লোক মিনি সাইজের সিঙ্গারা বিক্রী করে। পাঁচ সিঙ্গারা একবারেই

খাওয়া যায়। সাত মসজিদ রোডে রাতের অন্য খাবার যেমন পিয়াঁজু, বেগুনি কালে ভদ্রে খেয়েছি শঙ্কা নিয়ে।

ধানমন্ডী লেকের আড্ডা গ্রুপের সিনিয়র মোস্ট সদস্য পঁচাশী বৎসরোর্ধ বিপত্নীক জামান ভাইয়ের বাসা জিগাতলা লেকের কিনারে - ফুড ষ্ট্রীট থেকে ভেতরে কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ। উনি অনেক বছর একাকী জীবন যাপন করছেন, ২৫/৩০ বছর তো হবেই। জামান ভাই একজন মারাত্মক ভোজন রসিক। সাত মসজিদ রোড ফুড ষ্ট্রীটের হাওয়া লাগছে হয়তো! আমাদের দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছেন অনেক।

সাত মসজিদ রোডের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিলাম এক সন্ধ্যায়, ষ্ট্রীট ফুডষ্টলের গ্যাসের চুলায় বসানো কড়াইতে গরম তেলের ফুটকুরী যেন সুড়সুড়ী দিয়ে ডালপুরী, পিয়াজু, বেগুনী নাচাচ্ছে। এর মধ্যে ফুলো ফুলো ডালপুরী দেখে আমার মন আনচান করে উঠল।

জামান ভাইয়ের বাসার কাছে চলে এসেছি। কি ভেবে নিউজপ্রিন্ট কাগজের ঠোঙ্গায় গরম গরম গোটা দশেক ডালপুরী নিয়ে আমান ভাইয়ের এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ হাজির হই। তার বিল্ডিং এর সিকিউরিটি গার্ড আমাকে চিনে। বলল, উপরে চইলা যান, কোন অসুবিধা নাই। আমি লিফট ব্যাবহার করিনা, সীঁড়ি ভেঙ্গে জামান ভাইয়ের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হই।

জামান ভাই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দরজা খুলেই আমাকে বগল দাবা করে ড্রইং রুমের সোফায় বসালেন। ফারুক কি খবর কও? তোমার হাতে এইডা কি? আমি বললাম: জামান ভাই আপনার জন্য ডালপুরী নিয়া আইছি, রাস্তার পুরী, অসুবিধা নাই তো? গরম ও ফোলা ফোলা ডালপুরী, ঠোঙ্গা তেলে ভিজেছে, তার পরও লোভ সামলান কঠিন।

জামান ভাই বললেন, ডাইলপুরী রাস্তায়ই বানায়, এইডা অইলো ইষ্টিরীট ফুড। দেও খাই। শেষে আমার সাথে খেলেন। টিস্যু পেপার দিয়ে ডালপুরী থেকে ভাজা তেল যথাসম্ভব শুষে নিয়েছিলাম। জামান ভাই তার কাজের বুয়া মর্জিনাকে

বলে পিয়াইজ সালাদ আনালেন পুরীর সাথে খাবার জন্য। দুজনে মিলে দশটা পুরী শেষ করলাম। জামান ভাই খেলেন ৬/৭ পুরী। খাওয়ার পর বললেন, মর্জিনারে বলি একটা চুলায় জ্বাল দিয়া ঘন সর দুধ আর মশলা চা দিতে। কি কও?

চা খেয়ে আমার বেশ কয়েকটা ঢেকুর এল। জামান ভাই উঠে ভেতরে কি যেন আনতে গেলেন। একটা হজমূলার কৌটা নিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকার মুখে পরপর কয়েকটা শব্দ; আর ফোকলা দাঁত গলে বের হয়ে আসা শিশুসুলভ হাসি জামান ভাইর মুখমন্ডলে ছড়িয়ে গেল: ফারুক, বয়স অইছে তো, অনেক কিছু ডিলা অইয়া গেছে, সব সময় কন্ট্রোল করতে পারিনা। তারপর এত গুলা ডাইল পুরী খাওয়াইছ। আমি আশ্বস্ত করি, না না জামান ভাই, আমারও হয়। আমি বদার করিনা। যে যেতে চায়, তারে যথা সম্ভব দ্রুত যেতে দেয়াই ভাল। ঠিকই কইছ, ফারুক। নেও একটা হজমূলা বড়ি খাও।

জামান ভাইর ড্রইং রুমের জানালা দিয়ে সাত মসজিদ রোডের হাই রাইজ বিল্ডিং দেখা যায়। কিছু বিল্ডিং পুরোটাই ফুড কোর্টে ঠাসা। কে বি স্কয়ার এ রকম একটি বিল্ডিং। এটার প্রতিটা ফ্লোর বাহারী নামের রেস্তোরাঁয় ঠাঁসা। রেস্তোরাঁর নাম গুলোও খাবারের মত লোভনীয়। যেমন: কাবুল সরাইখানা, কাবাব ফ্যাক্টরী, ইট-ড্রিঙ্ক-এন্ড-ম্যেরী, কাশ্মীরি চিলি ইত্যাদি।

জামান ভাইরে বললাম, চলেন কাবুল সরাইখানায় গিয়া আফগানী পোলাও আর কাবাব খাই। রং চা খাব, আর প্রতি চুমুক চায়ের সাথে এক টুকরা চিনির মিছরী, যেমনে আফগানী বা ইরানীরা খায়। শেষে দুই জনে শীষা টানব, কি বলেন? আপনি কাবুল সরাইখানায় গেছেন কোনদিন? শীষা খাইছেন?

জামান ভাই কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে বলেন, আরে আমি খোদ কাবুল শহরে সরাইখানায় আফগানী পোলাও কাবাব খাইছি। আমি তহন বাংলাদেশ এম্ব্যাসিতে প্রেস এটাসী আছিলাম। হেইডা অইল ১৯৭৮-৮০ সালের কতা। একটু এটেনশন দিয়া হুন, তোমারে আফগানী পোলাও খাইবার কিসসা কই।

আমি যেন প্রয়াতঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর কাবুলে থাকাকালীন তার সেই পাশতুন ভৃত্যের গল্পের গন্ধ পেলাম।

আর তখনই আমেরিকা থেকে আমান ভাইর আদি আমলের মোবাইলে কল এল। মনে হল জরুরী আলাপ। দেড় বছর ধরে শুনে আসছি, আমান ভাই আমেরিকায় মেয়ের কাছে চলে যাবেন। দেশে ওনাকে দেখার কেউ নেই। খেয়াল করেছি, এ প্রসঙ্গ উঠলে মুখটা ওনার করুন হয়ে আসে। মনে হয়, আমেরিকা যাওয়া পারলে ঠেকিয়ে রাখেন।

জামান ভাইর মোবাইলে কথা চলছেই। বুঝতে পারছিলাম ওনার আমেরিকা যাওয়ার কথা বার্তা চলছে। আমি ইঙ্গিত দেই, আমান ভাই আমি এখন যাই। জামান ভাই চোখের ভাষায় অর্ডার দিলেন, না থাক তুমি। শেষ পর্যন্ত তার ফোনে কথা শেষ হইল। দেখলাম, জামান ভাইয়ের খুশী খুশী ভাব। বললাম, কি ঘটনা জামান ভাই? আমার আমেরিকা যাওয়া পিছাইছে, ফারুক। বোঝলা সবই করোনার করুনা! এই খবরডা দিবার লাইগা তোমারে ধইরা রাখছি, আর কাউরে কইয়ো না।

জামান ভাই রাইত হইয়া গেছে, আমি বিদায় নিতে চাইলাম। আফগানী পোলাওর গল্প কবে বলবেন?

এইডা অনেক লম্বা গল্প ফারুক। আরেক দিন সাত মসজিদ রোড থেইকা ডাইল পুরী আইনো, তারপর হেই গল্প তোমারে কমুনে। বড় ইন্টারেষ্টিং গল্প ফারুক!